

# **■**■ কিয়ামতের ভয়াবহতা ও তারপর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায় রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

#### যাকাত পরিত্যাগকারীর শাস্তি

### আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا يَحاَسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَباكَخُلُونَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضالِهِ اَ هُوَ خَيارًا لَّهُم اَ بَل هُوَ شَرَا لَّهُم اَ اللَّهُ مِن فَضالِهِ اَ هُوَ خَيارًا لَّهُم اَ بَل هُوَ شَرَا لَهُم اَ اللَّهُ مِن فَضالِهِ اللهِ اللهُ مِن فَضالِهِ اللهِ اللهُ ا

"আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮০]

وَٱلَّذِينَ يَكَانِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلاَفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّراَهُم بِعَذَابِ أَلِيم ٣٤ يَواَمَ يُحامَىٰ عَلَياهَا ﴿
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكاوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُما وَجُنُوبُهُما وَظُهُورُهُماا هَٰذَا مَا كَنَزااَتُها لِأَنفُسِكُما فَذُوقُواْ مَا كُنتُما فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكاوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُما وَجُنُوبُهُما وَظُهُورُهُماا هَٰ هَٰذَا مَا كَنَزااتُما لِأَنفُسِكُما فَذُوقُواْ مَا كُنتُما فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكاوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُما وَجُنُوبُهُم وَطُهُورُهُما اللهِ هَذَا مَا كَنزا الله الله وَعَلَيْهُ الله وَعَلَيْهِا ﴿
الله وَالله وَلِهُ وَلَا الله وَالله وَ

"এবং যারা সোনা ও রূপা (টাকা-পয়সা) পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর"। [সূরা আত তাওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫] আয়াত দটো থেকে শিক্ষা ও মাসায়েল:

এক, কৃপণতা একটি নিন্দনীয় কাজ।

দুই, কৃপণতা কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

তিন, ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলারই দান।

চার. কৃপণতা করে সঞ্চিত ধন-সম্পদ কেয়ামতে শাস্তির কারণ হবে।

পাঁচ. টাকা পয়সা ধন-সম্পদে গরিবদের যে অধিকার আছে তা যাকাত দানের মাধ্যমে আদায় না করলে কেয়ামতে এগুলো শাস্তির মাধ্যম হবে।

ছয়, এ অপরাধে কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি



#### ওয়াসাল্লাম বলেছেন.

"যাকে আল্লাহ তা আলা সম্পদ দিলেন, কিন্তু সে যাকাত আদায় করলো না তার সম্পদকে বিষধর চুলওয়ালা সাপে পরিণত করা হবে। যার শিংয়ের মত দুটো বিষাক্ত দাঁত থাকবে। কিয়ামতের দিন এ সাপ তার গলায় পোঁচিয়ে দেওয়া হবে। এ দিয়ে সে তাকে দংশন করতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়। এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন:

وَلَا يَحاسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبا َخَلُونَ بِمَآ ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضالِهِ اللهِ هُوَ خَيارًا لَّهُم الله هُوَ شَرَّا لَّهُم اللهُ مِن فَضالِهِ هُوَ خَيارًا لَّهُم اللهِ هُوَ شَرَّا لَّهُم اللهُ مِن فَضالِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮][1]

হাদীসে এসেছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ صَاحِب ذَهَب وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صَفُقِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ،» فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ «خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"যে সকল স্বর্ণ রৌপ্য (টাকা পয়সা) সঞ্চয়কারী সম্পদের হক (যাকাত) আদায় করে নি, সেগুলোকে কিয়ামতের দিন আগুনে দিয়ে পাত বানানো হবে। জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে তার পার্শদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠান্ডা হবে আবার গরম করা হবে। সে দিনটির সময়ের পরিমাণ হবে হাজার। এ শাস্তি হবে মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালার পূর্বে। এরপর জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে আর জাহান্নামীরা যাবে জাহান্নামে"।[2]

এ হাদীসটি থেকে আমরা যা শিখতে পারলাম:

এক. দরিদ্র মানুষের অধিকার যাকাত আদায় না করে সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা অন্যায়

দুই. সঞ্চয়কৃত সম্পদ দিয়েই সম্পদের মালিককে শাস্তি দেওয়া হবে।

তিন, হিসাব নিকাশ ও জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা হওয়ার পূর্বে এ শাস্তি দেওয়া হবে।

চার. পৃথিবীর সময়ের হিসাবে কিয়ামত দিবসের সময়ের পরিমাণ হবে হাজার বছর।

হাদীসে এসেছে: জাবের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন.



## ফুটনোট

- [1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৫।
- [2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৭।
- [3] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮৮।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13517

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন